Z\_¨weeiYx b¤^i : 3038

**evsjv‡`k Dc-nvBKwgkb, KjKvZvq cvwjZ n‡jv RvZxq †kvK w`em**

KjKvZv, 31 kÖveY, (15 AvM÷) :

evOvwji gyw³i w`kvix wn‡m‡e e½eÜz AvRxeb msMÖvg K‡i †M‡Qb| e½eÜz evOvwj‡K ¯^vaxbfv‡e euvP‡Z GKwU †`k Dcnvi w`‡q A\_©‰bwZKfv‡e mg„w×kvjx Kivi Rb¨ cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc wb‡qwQ‡jb| Gme ejwQ‡jb cÖL¨vZ A\_©bxwZwe` I evsjv‡`k e¨vs‡Ki mv‡eK Mfb©i W. AvwZDi ingvb| evsjv‡`‡ki RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi 44Zg kvnv`Z evwl©Kx I RvZxq †kvK w`em Dcj‡ÿ KjKvZv¯’ evsjv‡`k Dc-nvBKwgkb KjKvZvi Kjvgw›`‡ii (48, ‡k·cxqi miwY) mfvM„‡n Òe½eÜz †kL gywReyi ingvb I evsjv‡`kÓ kxl©K Av‡jvPbv Abyôv‡bi Av‡qvRb K‡i| Dc-nvBKwgkbvi †ZŠwdK nvmv‡bi mfvcwZ‡Z¡ Av‡iv Av‡jvPK wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb evsjv‡`‡ki gyw³hy‡× mnvqZvKvix mi`vi AvgRv` Avwj|

evsjv‡`‡ki cÖ\_g wgkb KjKvZvi 9, e½eÜz †kL gywRe miwY‡Z Aew¯’Z evsjv‡`k Dc-nvBKwgkb PZ¡‡i ¯’vbxq mgq mKvj 7.00 NwUKvq †kvK w`e‡mi AvbyôvwbKZv ïiæ nq| w`emwU Dcj‡ÿ Dc-nvBKwgkbvi †ZŠwdK nvmvb Dc-nvBKwgkb cÖv½‡Y RvZxq cZvKv Aa©bwgZ K‡ib| Gici evsjv‡`‡ki ivóªcwZ, cÖavbgš¿x, ciivóªgš¿x I ciivóª cÖwZgš¿x KZ©„K RvZxq †kvK w`em Dcj‡ÿ cÖ`Ë evYx cvV Kiv nq| evYx cvV K‡ib h\_vµ‡g G Dc-nvBKwgk‡bi wgwb÷vi (ivR‰bwZK) I `~Zvjq cÖavb we Gg Rvgvj †nv‡mb, KvD‡Ýji (KÝy¨jvi) †gvt ewki DwÏb, cÖ\_g mwPe (‡cÖm) †gvt †gvdvKLviæj BKevj Ges cÖ\_g mwPe (evwYwR¨K) †gvt kvgmyj Avwid|

evsjv‡`k Dc-nvBKwgk‡bi cÿ †\_‡K e½eÜzi ¯§„wZweRwoZ Bmjvwgqv K‡j‡Ri (eZ©gv‡b ‡gŠjvbv AvRv` K‡jR) †eKvi Mfb©‡g›U †nv‡÷‡j Ôe½eÜz ¯§„wZK‡ÿÕ ¯’vwcZ e½eÜzi Aveÿ fv¯‹‡h© cy®ú¯ÍeK Ac©Y Kiv nq| GQvov cwðge‡½i wewfbœ wek¦we`¨vj‡q Aa¨qbiZ evsjv‡`wk QvÎ-QvÎxe„›` e½eÜzi fv¯‹‡h© cy®ú¯ÍcK Ac©Y K‡ib| e½eÜz †kL gywReyi ingvb KjKvZv Bmjvwgqv K‡j‡Ri (eZ©gv‡b ‡gŠjvbv AvRv` K‡jR) QvÎ wn‡m‡e 1945-46 mv‡j 8 w¯§\_ †j‡bi †eKvi Mfb©‡g›U †nv‡÷‡ji 24 b¤^i K‡ÿi AvevwmK QvÎ wQ‡jb| cieZ©x‡Z e½eÜz 1946 mv‡j Bmjvwgqv K‡jR QvÎ msm‡`i mvaviY m¤úv`K (wRGm) wbe©vwPZ nb| KjKvZv wek¦we`¨vj‡qi Aax‡b Bmjvwgqv K‡jR †\_‡K 1947 mv‡j e½eÜz ivóªweÁvb I BwZnv‡m e¨v‡Pji wWMÖx AR©b K‡ib|

evsjv‡`k Dc-nvBKwgkb, KjKvZv Dc-nvBKwgk‡bi m‡¤§jb K‡ÿ Ô‡¯^”Qv i³`vb Kg©m~wP I Av‡jvPbv Abyôv‡bi Av‡qvRb Kiv nq| G Dc-nvBKwgk‡bi wgwb÷vi (ivR‰bwZK) I `~Zvjq cÖavb we Gg Rvgvj †nv‡mb, KvD‡Ýji (KÝy¨jvi) †gvt ewki DwÏb, cÖ\_g mwPe (‡cÖm) †gvt †gvdvKLviæj BKevj Ges G Dc-nvBKwgk‡bi 10 Rb Kg©Pvix i³`vb K‡ib| GQvov KjKvZvq wewfbœ wek¦we`¨vj‡q Aa¨qbiZ evsjv‡`wk QvÎ-QvÎxe„›` I ¯’vbxq wKQz e¨w³eM© i³`vb K‡ib|

RvZxq †kvK w`em Dcj‡ÿ evsjv‡`k Dc-nvBKwgk‡bi gmwR‡` ev` ‡hvni wgjv` gvnwdj AbywôZ nq|

##

†gvdvKLviæj/bvBP/mÄxe/g‡bvwRr/2019/2245NÈv

তথ্যবিবরণী নম্বর-৩০৩৭

**বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবস পালন**

ঢাকা, *৩১ শ্রাবণ* (১৫ আগস্ট*):*

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে ঢাকার আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের ড. আনোয়ার হোসেন মিলনায়তনে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব মোঃ আনোয়ার হোসেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান মাহবুবুল হক।

স্থপতি ইয়াফেস ওসমান বঙ্গবন্ধুর ওপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করতে হলে একইভাবে বঙ্গমাতাকেও স্মরণ করতে হবে। কারণ বঙ্গমাতার ত্যাগ ও উৎসাহের কারণেই বঙ্গবন্ধু জাতির জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে পেরেছেন। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তির হাতে দেশটি শোষিত হওয়ার দীর্ঘ ২১ বছর পর তাঁরই যোগ্য কন্যা দেশের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং একের পর এক বাঁধা অতিক্রম করে পিতার অসমাপ্ত কাজ সফলতার সাথে সম্পাদন করে চলেছেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিচারণ করে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সব সময়ই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের কথা চিন্তা করতেন। ফলশ্রুতিতে আজ আমরা রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের দ্বারপ্রান্তে। এছাড়া তিনি সত্যবাদি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং ন্যায়ের পক্ষে সকলকে অবিচল থাকার এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে বাস্তবায়নে সহায়তা করার সর্বাত্বক আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আনোয়ার হোসেন তাঁর দিকনির্দেশনামূলক বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুকে হত্যার কারণ উল্লেখ করে বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশকে হত্যা করার জন্য, স্বাধীনতার স্বপক্ষের নেতৃত্বকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য। নেতা ছাড়া যেমন দেশ স্বাধীন সম্ভব নয় তেমনি নেতা ছাড়া উন্নয়নও সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বলেই আমরা বিশ্বের বুকে বীরের জাতি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছি। বঙ্গবন্ধুকে হারানোর ২১ বছর পর আবার আমরা তাঁরই যোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা -কে নেতা হিসেবে পেয়েছি যার যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় এগিয়ে চলেছে। উক্ত অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সংস্থা প্রধানগণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে আলোচনা করেন।

#

বিবেকানন্দ/নাইচ/সঞ্জীব/বিপু/২০১৯/২২১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর- ৩০৩৬

**বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের**

**কনফেডারেশন বানানোর চেষ্টা হয়েছিল**

**- মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, *৩১ শ্রাবণ* (১৫ আগস্ট*):*

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, যে মূর্হুতে যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে বাংলাদেশ উঠে দাঁড়াল, যে মূহুর্তে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির স্বাধীনতা উত্তর কালের মধ্যে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত বৈষম্যহীন সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি দিলেন, সেই মূহুর্তে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হলো। সেই বিষয়টি জানা এবং বুঝার চেষ্টা করলেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ সহজেই উন্মোচন করা সম্ভব।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় ডাক অধিদপ্তর মিলনায়তনে জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ উপলক্ষে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ আয়োজিত আলোচনা সভা ও মিলাদমাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেণ।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা মানে একটা মানুষকে হত্যা করা না কিংবা একজন রাষ্ট্রনায়ককে হত্যা করা নয় উল্লেখ করে বলেন, বঙ্গবন্ধু প্রচলিত যে সাম্প্রদায়িকতা ছিল সেটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে একটি ভাষা ভিত্তিক রাষ্ট্র তৈরি করেছেন এবং ভাষা ভিত্তিক রাষ্ট্র তৈরি করার প্রধানতম শক্তি ছিল যে এটি একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় চরিত্রের ক্ষেত্রে একটি আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন। তিনি চিন্তা করে দেখেছেন যে কেবলমাত্র একটি রাষ্ট্রীয় ভূখন্ড কিংবা একটি মানচিত্র অথবা একটি পতাকা কিংবা জাতীয় সংগীত দিয়েই সে দেশের মানুষের মুক্তি আসে না। বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে বৈষম্য দূর করতে চেয়েছেন। বঙ্গবন্ধু দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে তিনি একটি কৃষি প্রধান দেশকে ভূমির ওপর সিলিং দেওয়া, শিক্ষার আলো ছড়ানো, বহি:বিশ্বের সাথে টেলিযোগাযোগ সম্প্রসারণসহ বিশ্বে বাংলাদেশের কানেক টিভিটি তৈরির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে বাংলাদেশকে একটি ঠিকানায় পৌঁছানোর যাত্রা শুরু করেছিলেন যা পাকিস্তান পারেনি। আর পারেনি বলেই বাংলাদেশ পাকিস্তানের চেয়ে উন্নয়নের প্রতিটি সূচকে এগিয়ে।

মন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে বাংলাদেশ কনফেডারেশন বানানোর জন্য পঁচাত্তর পরবর্তী ২১ বছর চেষ্টা করা হয়েছিল উল্লেখ করে বলেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের মানুষ তা প্রতিহত করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী দেশ হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, যতক্ষণ পয©ন্ত তাঁর হাতে দেশ থাকবে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও নীতি থেকে বিচ্যুত হবে না, নিরাপদ থাকবে বাংলাদেশ বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

এর আগে মন্ত্রী বাংলাদেশ ডাক বিভাগ কর্তৃক জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত দশ টাকা মূল্যমানের একটি স্মারক ডাকটিকিট, দশ টাকা মূল্যমানের একটি উদ্বোধনী খাম এবং ৫ টাকা মূল্যমানের ডাটা কার্ড অবমুক্ত করেন।

পরে বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগস্টে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

শেফোয়েত/নাইচ/সঞ্জীব/বিপু/২০১৯/২১৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৩৫

তরুণ প্রজন্মের মাঝে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ছড়িয়ে দিতে হবে

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

ঢাকার শাহবাগস্থ বিসিএস প্রশাসন একাডেমিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন‌ জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ও সাবেক মুখ্য সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী প্রধান আলোচক হিসাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে লে. কর্নেল (অবঃ) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, বীরপ্রতিক আলোচনায় অংশ নেন। অনুষ্ঠানে আলোচকবৃন্দ বলেন, যুগ যুগ ধরে বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ, কর্ম, বাণী ও আত্মত্যাগ মানুষকে অনুপ্রাণিত করছে৷ সকলেই তাঁর আদর্শ অনুসরণ করলে উন্নত সমাজ ও দেশ গড়া সম্ভব। এ সময় আলোচকবৃন্দ সকলকে ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে কাজ করার আহ্বান জানান। এ সময় তারা উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে তরুণ প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ছড়িয়ে দেয়ার আহ্বান জানান।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব ফয়েজ আহম্মদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিসিএস প্রশাসন একাডেমির রেক্টর কাজী রওশন আক্তার ।

##

শিবলী/নাইচ/সঞ্জীব/মনোজিৎ/২০১৯/২১.৪৫ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৩৪

প্রধানমন্ত্রী শিশুদের জন্য উন্নত বাংলাদেশ নির্মাণে কাজ করে যাচ্ছেন

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক সচিব

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুন নাহার বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ৫৭ বছরের জীবনে প্রায় ১৪ বছর জেলে কাটিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু এ দেশের স্বাধীনতা ও মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য ২৪ বছর সংগ্রাম করেছেন।

সচিব শিশুদের উদ্দেশে বলেন, জাতির পিতা মাত্র সাড়ে তিন বছর দেশ পরিচালনা করেছেন। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে ঘাতকরা তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশুদের জন্য উন্নত বাংলাদেশ নির্মাণে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি আরো বলেন, আমাদের শিশুরা সোনার দেশের সোনার মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।

  মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুন নাহার আজ ঢাকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৪ তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা, ছড়াপাঠ ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

সচিব কামরুন নাহার অনুষ্ঠানের পূর্বে শিশু একাডেমি প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৪ তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক পুস্তক প্রদর্শনী স্টল ঘুরে দেখেন।

জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ এর এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব ফারুক হোসেন, বাংলাদেশ শিশু একাডেমির পরিচালক জনাব আনজীর লিটন। উপস্থিত ছিলেন শিশু একাডেমির শিক্ষার্থী ও অবিভাবকবৃন্দ।

কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলার শিশু শিল্পীদের পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির শিক্ষার্থীরা ছড়া পাঠ, কবিতা আবৃত্তি  ও বক্তৃতা করে।এ ছাড়া কবিতা ও ছড়া পাঠ করেন, শিশু সাহিত্যিক জনাব আমিরুল ইসলাম, আখতার হোসেন,  ছড়াকার মামুন সরোয়ার, কবি ফারুক মাহমুদ, কবি অসীম সাহা, খালেক বিন জয়নুদ্দীন ও কবি কাজী রোজী ।

অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি শিশুদের মাঝে সনদ ও পুরস্কার বিতরণ করেন।

##

আলমগীর/নাইচ/সঞ্জীব/মনোজিৎ/২০১৯/২১.০০ঘন্টা

Z\_¨weeiYx b¤^i : 3033

**†`k wb‡q lohš¿Kvix‡`i K‡Vvi nv‡Z `gb Kiv n‡e**

- mgvRKj¨vY gš¿x

XvKv, 31 kÖveY, (15 AvM÷) :

mgvRKj¨vYgš¿x byiæ¾vgvb Avn‡g` e‡jb, gyw³hy‡×i BwZnvm weK…ZKvix ¯^vaxbZv we‡ivaxiv †`k wb‡q Mfxi loh‡š¿ wjß| Zviv †h †Kvb mgq AvNvZ nvb‡Z cv‡i| cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi †bZ…‡Z¡ mKj PµvšÍ bm¨vr Kiv n‡e| †`k wb‡h lohš¿Kvix‡`i K‡Vvi nv‡Z `gb Kiv n‡e|

gš¿x AvR ivRavbxi AvMviMvuI¯’ mgvR‡mev Awa`dZ‡i RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi 44 Zg kvnv`Z evwl©Kx I RvZxq †kvK w`em Dcj‡ÿ Av‡qvwRZ Av‡jvPbv mfv I †`vqv gvnwdj Abyôv‡b cÖavb AwZw\_i e³‡e¨ Gme K\_v e‡jb|

mgvR‡mev Awa`dZ‡ii gnvcwiPvjK MvRx ‡gvnv¤§` byiyj Kwe‡ii mfvcwZ‡Z¡ Abyôv‡b we‡kl AwZw\_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb, mgvRKj¨vY cÖwZgš¿x kixd Avn‡g` I mgvRKj¨vY gš¿bvj‡qi wmwbqi mwPe wgR& Ry‡qbv AvwRR|

gš¿x e‡jb, e½eÜy †kvwlZ I wbcxwoZ gvbyl‡K AvcbRb fve‡Zb| Zvui msMªv‡gi D‡Ïk¨ wQj mvaviY gvby‡li gy‡L nvwm †dvUv‡bv| Zvu‡K nZ¨vi gva¨‡g NvZKiv ÿzav I `vwi`ªgy³ mg„× evsjv‡`k wewbg©v‡Yi ¯^cœ‡K bm¨vr Ki‡Z †P‡qwQj|

wZwb AviI e‡jb, cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi †bZ…‡Z¡ Avgiv hLb e½eÜz Amgvß KvR m¤úbœ K‡i GKwU ¯^‡cœi †`k MV‡b KvR KiwQ ZLb ¯^vaxbZv we‡ivaxiv cybivq gv\_vPvov w`‡q DV‡Z Pv‡”Q| †`‡ki RbMY‡K mv‡\_ wb‡q mKj lohš¿Kvix Ackw³‡K K‡Vvi nv‡Z `g‡b miKvi e× cwiKi|

mgvRKj¨vY cÖwZgš¿x e‡jb, gw³hy‡×i BwZnvm PP©v Ki‡j e½eÜz m¤ú‡K© bZzb cÖRb¥ Rvb‡Z cvi‡e| Avgiv cÖavbgš¿xi †bZ…‡Z¡ AvMvgx cÖR‡b¥i Rb¨ GKwU mg„× evsjv‡`k ˆZwi‡Z KvR KiwQ|

c‡i 1975 mv‡ji 15B AvM÷ e½eÜy I Zvui cwiev‡ii m`m¨mn kvnv`Z eiYKvix‡`i iæ‡ni gvM‡divZ Kvgbv K‡i †`vqv I †gvbvRvZ Kiv nq|

##

RvwKi/bvBP/mÄxe/g‡bvwRr/2019/2130NÈv

তথ্যবিবরণী নম্বর-৩০৩২

**খুনিরা ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে দিতে চেয়েছিলো**

**- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, *৩১ শ্রাবণ* (১৫ আগস্ট*, ২০১৯):*

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা বিরোধীরাই ১৯৭৫ সালরে ১৫ আগস্ট বঙ্গুবন্ধুকে খুনের নেপথ্য কারিগর হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। এই খুনিরাই বঙ্গবন্ধু পরবর্তী রাজনীতিতে ভূমিকা রেখেছে এবং ক্ষমতায় এসেছে। এক সময় এই খুনিরা এক হয়ে জোট বেঁধে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে আমাদের স্বাধীনতা ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলতে ষড়যন্ত্র শুরু করেছিলো। এই খুনিদেরই দোসর বিএনপি-জামাত জোট ইতিহাস থেকে এক সময় বাংলাদেশের পতাকা ও জাতীয় সংগীত পরিবর্তন করে ফেলতে চেয়েছিলো। কিন্তু তারা সেটা করতে পারেনি। যতদিন বঙ্গবন্ধু কন্যা জীবিত থাকবেন, ততোদিন আর কোন স্বাধীনতা বিরোধী চক্র বাংলাদেশের মাটিতে আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারবে না।

মন্ত্রী আজ ১৫ আগস্ট বিকেলে রাজধানীর মহাখালীতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ‘জাতীয় শোক দিবস’ উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাঃ আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব আসাদুল ইসলাম, কমিউনিটি ক্লিনিক সহায়তা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এবং সরকারের সাবেক স্বাস্থ্য উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক ডাঃ রোকেয়া সুলতানা, বিএমএ এর সভাপতি ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ ইকবাল আর্সলান, মহাসচিব অধ্যাপক ডাঃ আব্দুল আজিজ ও বিএমএ এবং স্বাচিপের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য, ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে সকাল সাড়ে আট ঘটিকায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, সকল পরিচালকবৃন্দ, লাইন ডাইরেক্টরবৃন্দ, সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

মাইদুল/নাইচ/সঞ্জীব/বিপু/২০১৯/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৩১

সিউলে বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতীয় শোক দিবস পালন

সিউল (দক্ষিণ কোরিয়া), ৩১ শ্রাবণ, ১৫ আগস্ট :

যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে সিউলস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ পালন করা হয় । এ উপলক্ষ্যে দূতাবাস দিনব্যাপী বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করে।

রাষ্ট্রদূত আবিদা ইসলাম দূতাবাস প্রাঙ্গণে দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার মাধ্যমে দিবসটির কর্মসূচি সূচনা করেন। এ সময়ে উপস্থিত সকলেই কালো ব্যাজ ধারন করেন। জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার পর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শাহাদত বরণকারী বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দের আত্মারশান্তি কামনায় মোনাজাত করা হয়।

সন্ধ্যায় সমবেত কন্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের মূল পর্বের সূচনা হয়। এই পর্বে উপস্থিত ছিলেন কোরিয়াস্থ বাংলাদেশী বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ-সহ প্রবাসী বাংলাদেশীরা। পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে পাঠ শেষে ১৫ আগস্টে শাহাদত বরণকারীদের স্মরণে ১(এক) মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং বঙ্গবন্ধুসহ সেই কাল রাত্রিতে নিহত সকল শহীদদের বিদেহী আত্মার শান্তি ও দেশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। পরে দূতাবাসের কর্মকর্তারা জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পড়ে শোনান। এরপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এর জীবনী ও অবদানের উপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন শেষে জাতির পিতার অবদানের ওপর মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন কোরিয়াতে বসবাসরত উপস্থিত বাংলাদেশের নাগরিকগণ।

সমাপনী বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৫ আগস্টের অন্যান্য শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও জাতি গঠনে বঙ্গবন্ধুর অশেষ অবদানের কথা তুলে ধরেন। সেই সাথে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে দক্ষিণ কোরিয়াস্থ প্রবাসী বাংলাদেশীদের আরো গঠনমূলক ভূমিকা পালনের আহবান জানান।

এরপর বঙ্গবন্ধু স্মরণে কবিতা পাঠ করা হয়।উল্লেখ্য, দিবসটি উপলক্ষে দূতাবাসের হলরুমে বঙ্গবন্ধুর ছবি সম্বলিত পোষ্টার লাগানো হয় এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের উপর বিভিন্ন লেখকের লেখা বই প্রদর্শন করা হয়।

##

সিউল বাংলাদেশ দূতাবাস/নাইচ/সঞ্জীব/মনোজিৎ/২০১৯/২১১৫ NÈv

Z\_¨weeiYx b¤^i : 3030

**RvwZ wn‡m‡e Avgiv e½eÜzi Kv‡Q FYx**

- KvRx †gvt Avwgbyj Bmjvg

XvKv, 15 AvM÷, 31 kÖveY :

me©Kv‡ji me©‡kÖô evOvwj RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi 44Zg kvnv`Z evwl©Kx ¯§i‡Y AvR XvKvq evsjv‡`k wewb‡qvM Dbœqb KZ©„cÿ (weWv) Gi Kvh©vj‡q Av‡jvPbv mfv I †`vqv gvnwd‡ji Av‡qvRb Kiv nq| Av‡jvPbvi ïiæ‡ZB 15 AvM‡÷i mKj kwn‡`i ¯§i‡Y kÖ×v Rvwb‡q GK wgwbU bxieZv cvjb Kiv nq|

e³viv Zv‡`i e³‡e¨ 1975 mv‡ji 15B AvM‡÷i †mB fqven b„ksmZg nZ¨vKv‡Ði K\_v ¯§iY K‡ib| mfvcwZi e³‡e¨ weWvÕi wbe©vnx †Pqvig¨vb KvRx †gvt Avwgbyj Bmjvg e‡jb, RvwZ wn‡m‡e Avgv‡`i cig †mŠfvM¨ †h Avgiv e½eÜzi g‡Zv †bZv‡K †c‡qwQjvg, RvZxq Rxe‡bi Ggb †Kvb w`K †bB †hLv‡b hv Zvi bRi wQj bv, Zuvi Rb¥ bv n‡j Rb¥ n‡Zv bv evsjv‡`‡ki, Avgiv †cZvg bv Avgv‡`i ¯^vaxbZv| Avgv‡`i AwaKv‡ii K\_v Zuvi g‡Zv K‡i †KD fv‡ewb, Zuvi g‡Zv K‡i †KD `„p K‡É e‡jwb, evOvwj RvwZi gyw³, ¯^vaxbZv I Rb¥ meB m¤¢e n‡q‡Q Zuvi Rb¨, ZvB RvwZ wn‡m‡e Avgiv e½eÜzi Kv‡Q FYx, G FY †\_‡K hv‡e wPiKvj| wZwb Mfxi kÖ×vi mv‡\_ 15 AvM‡÷i mKj kwn‡`i ¯§iY K‡i e‡jb, Ôevsjv‡`k †QvU GKUv †`k Zey GZ AR©b Gi m~Pbv K‡i †M‡Qb Avgv‡`i RvwZi wcZv e½eÜz, †h ¯^cœ wZwb Avgv‡`i Rb¨ †`‡L‡Qb GLb Zv ev¯ÍevwqZ n‡”Q ZuviB my‡hvM¨ Kb¨v cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi nvZ w`‡q| e½eÜz wg‡k Av‡Q Avgv‡`i Aw¯Í‡Z¡, wg‡k \_vK‡eb Avgv‡`i A`g¨ wPšÍv †PZbv Avi AR©‡bÕ|

Av‡jvPbv †k‡l 15 AvM‡÷i mKj kwn‡`i iæ‡ni gvM‡divZ Kvgbv K‡i †`vqv I †gvbvRvZ Kiv nq|

Av‡jvPbv I †`vqv gvnwdj †k‡l weWvi me©¯Í‡ii Kg©KZ©v-Kg©Pvix ivRavbxi avbgwÛ 32 b¤^‡i e½eÜz ¯§„wZ Rv`yN‡ii mvg‡b iwÿZ RvwZi wcZvi cÖwZK…wZ‡Z cy®úvN©¨ Ac©‡Yi gva¨‡g kÖ×v wb‡e`b K‡ib|

#

cÖkvšÍ/bvBP/mÄxe/g‡bvwRr/2019/1840NÈv

তথ্যবিবরণী নম্বর-৩০২৯

**মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর শাহাদত বার্ষিকী পালিত**

ঢাকা, *৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট, ২০১৯):*

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর অঙ্গসংস্থার সমন্বয়ে আজ এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মৎস্য অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবনী আলোচনার পাশাপাশি তাঁকে সপরিবারের হত্যার প্রতিবাদ ও নিন্দা জানানো হয়। বহু বছর পর ইনডেমনিটি বিল বাতিলের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর ঘাতকদের বিচার এবং দণ্ডাদেশ কার্যকর হওয়াতেও সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

এর আগে সকালে মন্ত্রণালয় ও দফতর-সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্যোগে ৩২নং ধানমণ্ডিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

#

শাহ আলম*/*নাইচ/সঞ্জীব/বিপু/২০১৯/১৮২০ঘণ্টা

Z\_¨weeiYx b¤^i : 3028

**ZvmL‡›` evsjv‡`k `~Zvev‡m RvZxq †kvK w`em cvjb**

ZvmL›`, 31 kÖveY, (15 AvM÷):

ZvmL‡›` evsjv‡`k `~Zvev‡m RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi 44Zg g„Zz¨evwl©Kx h\_v‡hvM¨ gh©v`vq RvZxq †kvK w`em cvjb Kiv nq| evsjv`k `~Zvevm G j‡ÿ¨ we¯ÍvwiZ Kg©m~wP cvjb K‡i| Kg©m~wPi g‡a¨ wQj mKv‡j evsjv‡`k `~Zvev‡m RvZxq cZvKv Aa©bwgZ Kiv, e½eÜzi cÖwZK…wZ‡Z cy®úvN©¨ Ac©Y, ivóª`~Z KZ…©K ivóªcwZ I cÖavbgš¿xi Ges KvD‡Ýji KZ…©K ciivóªgš¿xi I ciivóª cÖwZgš¿xi evYx cvV Ges e½eÜz I Zuvi cwiev‡ii m`m¨‡`i Rb¨ †`vqv|

G Dcj‡ÿ mKv‡j Pv¨v‡Ýwi fe‡b Av‡jvPbv mfv AbywôZ nq| GK wgwbU bxieZv cvj‡bi gva¨‡g Abyôvb ïiæ nq| Abyôv‡b wewfbœ `~Zvev‡mi Kg©KZ©v, cÖv³b ms¯‹…wZ gš¿x ZziQzb Avjx KywR‡qf, cÖevmx evsjv‡`wk‡`i g‡a¨ †Mvjvg bex I ivóª`~Z gmq~` gvbœvb Av‡jvPbvq AskMÖnY K‡ib| Av‡jvPbv mfvq e³viv ¯^vaxbZv we‡ivax KzPµx gn‡ji cÖ‡ivPbvq NUv b„ksm nZ¨vKv‡Ði K‡Vvi mgv‡jvPbv K‡ib Ges fwel¨‡Z mKj‡K GKmv‡\_ G ai‡bi AcZrciZvi weiæ‡× iæ‡L `uvov‡bvi AvnŸvb Rvbvb|

ivóª`~Z e‡jb, e½eÜzi †bZ…‡Z¡ evOvwj RvwZ HK¨e× n‡q cvwK¯Ív‡bi k„•Lj †\_‡K †`k‡K gy³ K‡i Ges Avgiv Avgv‡`i Kvw•ÿZ ¯^vaxbZv jvf Kwi| wZwb Av‡iv e‡jb, e½eÜzi cÖ`Ë 6 `dv wQj RvwZi Rb¨ g¨vMbvKvU©vi mgZzj¨| wZwb e½eÜzi AvRxeb jvwjZ ¯^cœ †mvbvi evsjv wbg©v‡Y †`‡k we‡`‡k Aew¯’Z cÖevmx evsjv‡`wk I evsjv‡`‡ki ïfvKv•ÿx‡`i cÖwZ AvZ¥wb‡qv‡Mi AvnŸvb Rvbvb| wZwb wkï‡`i gv‡S eB weZiY K‡ib|

Av‡jvPbv mfvq e½eÜzi Kg©gq Rxe‡bi Ici wbwg©Z cÖvgvY¨ Pjw”PÎ cÖ`k©b Kiv nq| me †k‡l ivóª`~Z P¨v‡Ýwi fe‡b e½eÜzi Rxeb I K‡g©i Ic‡i Av‡jvKwPÎ cÖ`k©bxi D‡Øvab K‡ib| cÖ`k©bx‡Z 24wU Av‡jvKwPÎ ¯’vb †c‡q‡Q|

e½eÜzi cÖwZ kÖ×v Rvwb‡q cuvPRb wkï KweZv Ave„wZ K‡i| c‡i DR‡ewK¯Ívb nvevm MÖæ‡ci wkíx Kvnvigb †MvjvgRvb Ô†kvb GKwU gywRe‡ii KÉ †\_‡K jÿ gywRe‡ii KÉaŸwbÕ msMxZ cwi‡ekb K‡ib|

me †k‡l Avgwš¿Z AwZw\_‡`i Avc¨vqb Kiv nq|

#

b„‡c›`ª/bvBP/mÄxe/g‡bvwRr/2019/1830NÈv

Z\_¨weeiYx b¤^i : 3027

**wdwjcvB‡b evsjv‡`k `~Zvev‡m RvZxq †kvK w`em cvjb**

g¨vwbjv (wdwjcvBb), 31 kÖveY 15 AvM÷ :

wdwjcvBb¯’ evsjv‡`k `~Zvevm h\_v‡hvM¨ gh©v`v I fveMv¤¢x‡h©i ga¨ w`‡q RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi 44Zg kvnv`Z evwl©Kx I RvZxq †kvK w`em-2019 cvjb K‡i| G Dcj‡ÿ `~Zvevm Av‡jvPbv mfv, †`vqv gvnwdj I e½eÜzi RxebxwfwËK cÖvgvY¨wPÎ cÖ`k©bxi Av‡qvRb K‡i| †fv‡i RvZxq cZvKv Aa©bwgZ ivLvi gva¨‡g w`e‡mi Kvh©µg ïiæ nq|

mKvj 10Uvq RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi cÖwZK…wZ‡Z cy®ú¯ÍeK Ac©Y Kiv nq Ges RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb I 15 AvM‡÷i mKj kwn`‡`i ¯§i‡Y GK wgwbU bxieZv cvjb Kiv nq| Gici Av‡jvPbv mfvi Kvh©µg ïiæ nq| Av‡jvPbv Abyôv‡bi ïiæ‡Z ivóªcwZ, cÖavbgš¿x, ciivóªgš¿x I ciivóª cÖwZgš¿x cÖ`Ë evYx cvV Kiv nq| mfvq e³viv RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi ¯§„wZi cÖwZ Mfxi kÖ×v Ávcb K‡ib| e³viv RvwZi wcZvi eY©vX¨ Kg©gq Rxeb Ges †`k I RvwZi †mevq e½eÜzi Ae`vb I AvZ¥Z¨vM Zz‡j a‡ib| Zuviv RvwZi Rb‡Ki ¯^‡cœi †mvbvi evsjv iƒcvq‡b mKj‡K HKgZ¨fv‡e KvR Kivi AvnŸvb Rvbvb|

ivóª`~Z Zuvi mgvcbx e³‡e¨ evsjv‡`‡ki Afz¨`‡q RvwZi wcZvi wekvj f‚wgKv I †bZ…‡Z¡i K\_v ¯§iY K‡i Zuvi cÖwZ Mfxi kÖ×v Ávcb K‡ib| wZwb Av‡iv e‡jb, 75 Gi 15B AvM÷ e½eÜz‡K nZ¨v Kiv n‡jI Zuvi †mvbvi evsjv M‡o †Zvjvi ¯^cœ‡K nZ¨v Kiv m¤¢e nqwb| †KvwU evOvwji ü`‡q †mB gnvb ¯^cœ AvRI RvMÖZ Ges RvwZi wcZvi my‡hvM¨ Kb¨v cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi cÖvÁgq †bZ„‡Z¡ evsjv‡`k AvR †mB c‡\_ µ‡g AMÖmi n‡”Q| wZwb e‡jb evsjv‡`k I e½eÜz AvR Awe‡”Q`¨ GKB ¯^Z¡v| e³‡e¨i †k‡l wZwb wdwjcvB‡b emevmiZ mKj evsjv‡`wk‡`i‡K RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi Rb¥kZ evwl©Kx D`&hvc‡b kvwgj nIqvi AvnŸvb Rvbvb|

Abyôvb †k‡l RvwZi wcZv I Zuvi cwiev‡ii kwn` m`m¨mn 15 AM‡÷i mKj kwn`‡`i we‡`nx AvZ¥vi gvM‡divZ Ges †`k I RvwZi DË‡ivËi mg„w× I Kj¨vY Kvgbv K‡i we‡kl †gvbvRvZ Kiv nq|

#

AvivdvZ/bvBP/mÄxe/g‡bvwRr/2019/1740NÈv

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০২৬

**নদী বন্দরসমূহে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

**বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা, উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং সমুদ্র বন্দরসমূহের উপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার,** মোং**লা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমূহকে সতর্ক সংকেত নামিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে।**

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টারের আজ দুপুর ৪:৩০ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী এ তথ্য পাওয়া গেছে।

রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/ দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ৪৫-৬০ কিঃ মিঃ বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদী বন্দরসমূহকে ১ নম্বর (পুনঃ) ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

**ঝাড়খন্ডের দক্ষিণাংশ এবং তৎসংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এলাকায় অবস্থানরত লঘুচাপটি বর্তমানে মধ্যপ্রদেশ এবং তংসলংগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমী বায়ুর অক্ষের বর্ধিতাংশ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, লঘুচাপের কেন্দ্রস্থল, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ অতিক্রম করে বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরের অন্যত্র মাঝা**রি **অবস্থায় রয়েছে।**

রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল, খুলনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরণের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে । সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।

ব্রহ্মপুত্র-যমুনার পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে এবং গঙ্গা-পদ্মা স্থিতিশীল আছে। অপরদিকে, উত্তরাঞ্চলের নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী, দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও তৎসলগ্ন ভারতের মেঘালয় এবং উত্তরাঞ্চল ও তৎসলগ্ন ভারতের পশ্চিমবঙ্গে । আগামী ২৪ ঘন্টায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে যার ফলে সুরমা, কুশিয়ারা, কংস, মনু, খোয়াই, তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার নদীসমূহের পানি সমতল আগামী ২৪ ঘন্টায় দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ব্রহ্মপুত্র –যমুনা এবং গঙ্গা-পদ্মা নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পেতে পারে।

বিগত ২৪ ঘণ্টায় পানি সমতল হ্রাস পেয়েছে ৪৩ টি স্থানে ও সমতল বৃদ্ধি পেয়েছে ৪১ টি স্থানে।

সরকার গত ১ জুলাই থেকে আজ পর্যন্ত বন্যাদুর্গত বিভিন্ন জেলায় ২৮ হাজার ৬৫০ মে. টন চাল, ৪ কোটি ৯৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা, ১ লাখ ১৮ হাজার কার্টন শুকনা খাবার, ৮ হাজার ৫০০ সেট তাঁবু, ৫৪ হাজার ৭০০ বান্ডিল ঢেউটিন, গৃহ নির্মাণে ১৬ কোটি ৪১ লাখ টাকা, শিশুখাদ্য ক্রয়ে ১৮ লাখ টাকা এবং গোখাদ্য ক্রয়ে ২৪ লাখ টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে।

#

কাদের/নাইচ/সঞ্জীব/মনোজিৎ/২০১৯/২০১৫ NÈv

তথ্যবিবরণী নম্বর-৩০২৫

**বঙ্গবন্ধু হত্যা ছিলো স্বাধীন বাংলাদশেকে হত্যার ষড়যন্ত্র**

**- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, *৩১ শ্রাবণ* (১৫ আগস্ট)*:*

‘বঙ্গবন্ধু হত্যা শুধু ব্যক্তি শেখ মুজিবুর রহমানকে নয়, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে হত্যার ষড়যন্ত্র ছিলো’, বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ।

আজ বিকেলে ঢাকার আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের উদ্যোগে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। এর আগে সকালে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি।

তথ্যমন্ত্রী বলনে, ‘যারা স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় চায়নি, এ দেশ স্বাধীনতা পাক তা চায়নি - সেই বিদেশি চক্র এবং যারা স্বাধীনতার পরও পাকিস্তানের সাথে কনফেডারেশন করার চক্রান্তে লিপ্ত ছিল, তারাই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে।’

বঙ্গবন্ধুকে চিরঞ্জীব উল্লেখ করে ড. হাছান বলনে, ‘ষড়যন্ত্রকারীরা বঙ্গবন্ধুকে ইতিহাস থেকে মুছে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা তা পারেনি। বঙ্গবন্ধু ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন আর সেই ষড়যন্ত্রকারীরাই মুছে গেছে।

মন্ত্রী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার আমলে দেশের প্রচলিত বিচার পদ্ধতিতেই ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়েছে, কোনো জিঘাংসা থেকে নয়। বিচার সম্পূর্ণ হয়নি, কারণ, পলাতক খুনি ও বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্যের কুশীলবদের বিচার এখনো হয়নি। এজন্য একটি কমিশন গঠন করে বিচার সম্পন্ন করা উচিত, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও বিচার প্রতিষ্ঠার উদাহরণ হয়ে থাকবে’।

সাংবাদিকদের সমসাময়িক বিষয়ে প্রশ্ন ‘কোরবানির পশুর চামড়া নিয়ে সিন্ডিকেট হচ্ছে কি না’- এর জবাবে মন্ত্রী বলনে, 'শোক দিবসে অন্য বিষয়ে কথা বলতে চাই না, এ সত্ত্বে আপনারা প্রশ্ন করেছেন বিধায় উত্তরে বলছি, লক্ষ্য করলে দেখবেন, দেশে গত দশ বছরের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে পশু কোরবানি দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সে তুলনায় ট্যানারির সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেনি, যদিও অনেক চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বেড়েছে। সম্প্রতি চামড়া শিল্প মালিকরা চামড়া রপ্তানির বিরোধিতা করেছেন, সে ক্ষেত্রে যদি তারা নিজেরা সব চামড়া কিনে নেবার ঘোষণা দিতেন, তাহলে চামড়া দরপতন রোধ হতো’।

‘সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় শিল্প উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, ক্রেতা-বিক্রেতা, সর্বোপরি জনগণ ও রাষ্ট্রের কথা বিবেচনা করে’ স্মরণ করিয়ে দিয়ে আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ড. হাছান বলেন, ‘তবে সরকার এক্ষেত্রে সিন্ডিকেটের বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে’।

ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক বিধান চন্দ্র কর্মকারের সভাপতিত্বে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব আবদুল মালেক, অতিরিক্ত সচিব মো. আজহারুল হক, জাতীয় গণমাধ্যম ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক শাহিন ইসলাম, চলচ্চিত্র গবেষক রফিকুজ্জামান, চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির সভাপতি মুশফিকুর রহমান গুলজার, চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতির সভাপতি খোরশেদ আলম খসরু, দৈনিক ইত্তেফাকের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শ্যামল সরকার প্রমুখ সভায় তাদের বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর আলোকপাত করেন।

প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল করিম, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. জাকির হোসেন, ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান নিজামুল কবীর, প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা কাজী আব্দুস সামাদ, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক অরুণ সরকার রানাসহ বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ববর্গ সভায় অংশ নেন।

#

আকরাম/নাইচ/সঞ্জীব/বিপু/২০১৯/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর-৩০২৪

**রিয়াদ বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতীয় শোক দিবস পালন**

রিয়াদ (সৌদি আরব), ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

*যথাযথ মর্যাদা ও শ্রদ্ধায় সৌদি আরবের রিয়াদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে সকালে দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করেন সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত গোলাম মসীহ। এ সময় দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সৌদি আরবে বসবাসরত বাংলাদেশি চিকিৎসক, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী, শিক্ষক ও কমিউনিটির নেতা-সহ বিভিন্ন পেশার অভিবাসীরাও উপস্থিত ছিলেন।*

*বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মসীহ দূতাবাসে স্থাপিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এর পর রিয়াদস্থ বাংলাদেশ কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠন ও স্থানীয় প্রবাসীরাও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে দূতাবাস প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা ও দোয়ার আয়োজন করা হয়। আলোচনার শুরুতে জাতীয় শোক দিবসে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। এর পর জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়।*

*আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে রিয়াদ দূতবাসের উপ-মিশন প্রধান ড. নজরুল ইসলাম বলেন, জাতির পিতার পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায়ের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকরা জাতির পিতাকে হত্যার মাধ্যমে জাতির ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করেছিল। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলেও তাঁর স্বপ্ন, আদর্শ, চেতনা ও মূল্যবোধ ছড়িয়ে পড়েছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। নজরুল ইসলাম বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে। তিনি নতুন প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ তুলে ধরার আহ্বান জানান।*

*উপ-মিশন প্রধান প্রবাসী বাংলাদেশিদের, দেশের উন্নয়নে এবং যে কোনো প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানান। তিনি বৈধ ভিসা ও প্রবাসে কাজের অবস্থা ও বেতন-সহ অন্যান্য সুবিধা জেনে বিদেশে আসার জন্য দেশের মানুষকে সচেতন করার আহ্বান জানান।*

*আলোচনা অনুষ্ঠানের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শহিদ পরিবারবর্গ এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শাহাদত বরণকারী সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। এর পর দূতাবাসের অডিটোরিয়ামে জাতির পিতার জীবন ও কর্মের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।*

#

ফখরুল/নাইচ/সঞ্জীব/বিপু/২০১৯/ ১৭৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০২৩

জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হলে লোভ লালসার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে -দুদক চেয়ারম্যান

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট):

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ বলেছেন, প্রতিটি অনুসন্ধান বা তদন্ত সকল প্রকার লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে উঠে ও মোহমুক্ত থেকে করতে হবে। এ নির্মোহ দায়িত্ব পালনে আমাদের কোনো ভাই-বন্ধু বা স্বজন নেই। আর এমনটি হলেই জাতির পিতার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে। তাঁর আদর্শকে লালন করা হবে।

তিনি বলেন, দুর্নীতি দমন কমিশন দেশের ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। জনগণ এটা বিশ্বাস করে বলে কমিশনের অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন-১০৬-এ বিগত দুই বছরে ৩১ লাখ মানুষ ফোন করেছে। তাদের আস্থা ও বিশ^াসের জায়গা হচ্ছে কমিশন। কর্মকর্তারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করলে জনগণের আশা-ভরসার প্রতীক হতে পারে কমিশন।

আজ দুদকের প্রধান কার্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন।

দুদক চেয়ারম্যান বলেন, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাকে রক্ষা করতে হলে দুর্নীতি দূর করতে হবে। আগামী প্রজন্মের জন্য দুর্নীতিমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে। নইলে পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না।

তিনি কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, নির্ধারিত সময়ে অনুসন্ধান বা তদন্ত শেষ করার বিধান না মানলে তদবিরবাজির সুযোগ সৃষ্টি হয়, ঘুষখোররা ঘুষ খাওয়ার সাহস পায় এবং কমিশনের ভাবমূর্তিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে| ইকবাল মাহমুদ বলেন, নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের শপথ নিয়ে জাতীয় শোক দিবসের তাৎপর্যকে ধারণ করতে হলে সবার মানসিকতার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দুদক সচিব মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্ত, মহাপিরচালক এ কে এম সোহেল, পরিচালক সৈয়দ ইকবাল হোসেন ও মোঃ আক্তার হোসেন প্রমুখ।

আলোচনা শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ই আগস্টে নিহত শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

প্রনব/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শামীম/২০১৯/১৫৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০২২

**দেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী গত জানুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত হাসপাতালগুলোতে সর্বমোট ডেঙ্গু আক্রান্ত ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৪৮ হাজার ২৮০ জন তার মধ্যে চিকিৎসা শেষে ছাড়পত্র নিয়ে চলে গেছেন ৪০ হাজার ৬৭০ জন। আর এ যাবত ডেঙ্গু রোগে মারা গেছেন ৪০ জন।

বর্তমানে সারাদেশের হাসপাতাগুলোতে ভর্তিকৃত ডেঙ্গুরোগী আছেন ৭ হাজার ৫৭০ জন, যার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৩ হাজার ৯১০ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে নতুন ১ হাজার ৯২৯ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

#

আয়শা/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/শামীম/২০১৯/১৫৩৬ ঘণ্টা

 তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০২১

**হ্যানয়ে জাতীয় শোক দিবস পালন**

হ্যানয় (ভিয়েতনাম), ১৫ আগস্ট:

ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে আজ জাতীয় শোক দিবস এবং জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী পালন করা হয়।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সামিনা নাজ দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং অর্ধনমিতকরণের মাধ্যমে জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচির সূচনা করেন। এ দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। ভিয়েতনামে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিগণ, স্থানীয় অতিথিবৃন্দ, দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সামিনা নাজ জাতির পিতার জীবনাদর্শ এবং স্বাধীনতা অর্জনসহ সকল সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর অবিসংবাদিত নেতৃত্ব ও অপরিসীম আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন। জাতীয় শোক দিবসে তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী ও সমৃদ্ধ ‘সোনার বাংলা’ গড়তে ঘোষিত ‘রূপকল্প-২০২১’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশে ও প্রবাসে বসবাসরত সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

শোকসভায় ভিয়েতনামের ডিপ্লোমেটিক কোরের ডিন ও ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রদূত হোরহে রন্ডন উজকাটিগুই বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ১৫ই আগষ্ট জাতির পিতার এবং তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ যারা এই দিনে শাহাদত বরণ করেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। উজকাটিগুই বঙ্গবন্ধুর অবিস্মরণীয় নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে উত্থান স্মরণ করেন এবং বিশ^ রাজনীতিতে তাঁর অবদান উল্লেখ করেন। তিনি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকার প্রশংসা করেন।

পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র 'Bangabandhu - Forever in Our Hearts' প্রদর্শন করা হয়।

#

সামিনা/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/শামীম/২০১৯/১৫১১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০২০

জাপানে বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতীয় শোক দিবস পালন

টোকিও, ১৫ আগস্ট:

জাপানের টোকিওতে বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযথ শ্রদ্ধা আর ভাবগাম্ভীর্যের সাথে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়।

আজ দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার মধ্য দিয়ে শোক দিবসের প্রথম পর্বের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করেন জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা ও আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানে দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে জাতির পিতার আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলেন বাঙ্গালি জাতির মুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা যার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিল। তিনিই যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশ নির্মাণে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন, দ্রুততম সময়ে জাপানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি আদায় ও তাদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন ।

রাবাব ফাতিমা বলেন, আজ বঙ্গবন্ধু নেই, কিন্তু তাঁর স্বপ্ন, আদর্শ ও নির্দেশনার পথ ধরেই তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির পথে এগিয়ে চলেছেন। রাষ্ট্রদূত জাপান প্রবাসী সবাইকে প্রধানমন্ত্রীর এই অগ্রযাত্রার সক্রিয় অংশীদার হওয়ার আহ্বান জানান।

এছাড়া স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও জাতির পিতার সংগ্রাম আর জীবন-কর্ম নিয়ে ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

#

শিপলু/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/শামীম/২০১৯/১১৪৮ ঘণ্টা